

২৬.শিরক সংমিশ্রিত ঘটনা বিশ্বাস করার ব্যাপারে শায়েখ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর ফতোয়া

শিরক সংমিশ্রিত ঘটনা বিশ্বাস করা

প্রশ্ন: নিম্নোল্লিখিত কারামতগুলোর হুকুম কি?

ক. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর মুরিদ ইস্তেকাল করলে তার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে হযরতের কাছে আসেন, তাকে দেখে হযরতের দয়া হয়, তিনি চতুর্থ আসমানে গিয়ে মালাকুল মউতের কাছ থেকে মুরিদের রুহ ফেরত চান, মালাকুল মউত বলেন, আল্লাহ তায়ালার আদেশে আপনার মুরিদের রুহ কবয করেছি। হযরত বলেন, আমার আদেশে ফেরত দাও। মালাকুল মউত রুহ ফেরত না দিলে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী সেই দিন কবয করা রুহগুলো যে থলিতে ছিল সেটি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন। এতে সেই দিন মৃত্যুবরণকারী লোকেরা পূণর্জীবন লাভ করে।

মালাকুল মউত আল্লাহ তায়ালার কাছে গিয়ে বলেন, এক পাগল রুহের থলি কেড়ে নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বললেন, সে আবার এদিকে আসছে না তো? ফেরেশতা বললেন, না, এদিকে আসছে না। আল্লাহ তায়ালা বললেন, সে ফেরত যাওয়ায় ভালোই হয়েছে, যদি সে এদিকে আসতো আর

আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যত মানুষ মারা গেছে তাদের সবাইকে জীবিত করতে বলতো, তাহলে আমি সবাইকে যিন্দা করতে বাধ্য হতাম।

খ. এক মহিলা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর নিকট এসে বলেন, হযরত আমাকে সন্তান দান করুন। হযরত বললেন, তোমার তাকদীরে তো লওহে মাহফুযে সন্তান লেখা নেই। মহিলা বললো, যদি লওহে মাহফুযে লেখাই থাকতো তাহলে আপনার কাছে আসার কি প্রয়োজন ছিল? হযরত আল্লাহ তায়ালায় কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আপনি তাকে সন্তান দান করুন। আল্লাহর পক্ষ হতে জবাব আসলো, তার ভাগ্যে তো লওহে মাহফুযে সন্তান লেখা নেই। হযরত বললেন, একটি না থাকলে দুটি দেন, জবাব আসলো, একটিই যখন নেই তো দুটি কিভাবে দেব? হযরত বললেন, দুটি না থাকলে তিনটি দেন, জবাব আসলো, যখন দুটিই নেই তো তিনটি কিভাবে দেব? তার তাকদীরে তো কোন সন্তানই নেই। মহিলা নিরাশ হয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে হযরত বড়পীর রহ. রাগান্বিত হয়ে তার দরজার মাটি তা'বীজ বানিয়ে মহিলাকে দিলেন এবং বললেন, তোমার সাতটি সন্তান হবে। মহিলা খুশি খুশি চলে গেল, এবং বাস্তবেই তার সাতটি সন্তান হয়েছিল।

গ. হযরত আব্দুল কাদের জীলানীর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে সঙ্গে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, মুনকার-নাকীর থেকে আপনি কিভাবে মুক্তি পেলেন? জবাবে হযরত বললেন, বরং এটা জিজ্ঞেস করো যে, মুনকার-নাকীর আমার প্রশ্নের জবাব থেকে কিভাবে মুক্তি পেল? তারা আমার কবরে আসলে আমি তাদের উভয় হাত আকড়ে ধরে বললাম, যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি যমিনে খলিফা প্রেরণ করবো তো তোমরা কেন বলেছিলে যে, আপনি তো এমনি ব্যক্তিদের সৃষ্টি করবেন যারা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে, তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন!

উত্তর:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (হুকুম দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর -
সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০)।

উপরোল্লিখিত কারামাতগুলো মূর্তিপূজারীদের আকীদা-বিশ্বাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের কেউ মন্দ কাজ হতে দেখলে বাহুবলে তা প্রতিহত করবে। তা না পারলে জিহ্বার দ্বারা প্রতিরোধ করবে। আর এটাও না পারলে অন্তরের দ্বারা ঘৃণা করবে। এটাও না করলে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও বাকী থাকে

না’। যারা এই শিরকমিশ্রিত ঘটনাগুলোকে হক মনে করে,
 এবং এই কুফরি-শিরকী আকীদা পোষণ করে তারা
 সুস্পষ্টরূপে কুরআন-হাদিসের বিরোধীতায় লিপ্ত, এবং তারা
 মূর্তিপূজারীদের মতোই আব্দুল কাদের জীলানীর পূজারী।
 তারা বান্দাকে আল্লাহ মনে করে, বরং পরাক্রমশালী অদ্বিতীয়
 আল্লাহকে বান্দার সামনে বাধ্য-পরাস্ত জ্ঞান করে। এমন
 বিশ্বাস লালনকারী কাফের ও *মুশরিক। যদি বুঝ হওয়ার
 শুরু থেকেই এই বিশ্বাস রাখে তাহলে প্রথম থেকেই
 কাফের। যতক্ষণ সে এই কুফরী আকীদা থেকে তাওবা না
 করবে এবং কালেমা পড়ে ঈমান দোহরিয়ে না নিবে ততক্ষণ
 পর*্যন্ত সে মুসলমান হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا
 لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

‘যে আল্লাহর সাথে শিরিক করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য
 জান্নাত হারাম করে দেন, এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম,
 যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না’। -সূরা
 মায়েদা, আয়াত ৭২

যদি কোন মুসলমানের গুনাহে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু
 সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে তাহলেও
 মেহেরবান আল্লাহ নিজ দয়ায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার

ওয়াদা করেছেন। কিন্তু মুশরিককে আল্লাহ তায়ালা কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘আল্লাহ তায়ালা তার সাথে শিরিক করাকে ক্ষমা করবেন না, শিরিক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত’।

-সূরা নিসা, আয়াত: ১১৬

আর যারা প্রথমে তাওহীদের বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এই শিরকী বিশ্বাস গ্রহণ করেছে, তাদের সব নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে তারা জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيُمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘তোমাদের মধ্যে হতে যারা নিজেদের ধর্মত্যাগ করে (কাফের হয়ে যায়), অতপর কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে তাদের দুনিয়া-আখেরাতে তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। যেখানে তারা থাকবে চিরকাল’। -সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৮

উত্তর প্রদান:
মুহাম্মদ হুসাইন দেহলভী

এই ফতোয়াটি শায়েখ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সহ
উপমহাদেশের বড় বড় আলেমদের সম্মুখে পেশ করা হয়,
তারা এই ফতোয়াটিকে সহিহ বলে সমর্থন করেন, এতে
স্বাক্ষর করেন। শুধু মৌলভী ইরশাদ হুসাইন রামপুরী বলেন,
‘এই কারামতগুলো প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কেননা এতে
শরিয়ত ও ইসলামের আকীদা পরিপন্থী কোন কিছু নেই।
আর শেষ কারামতটা ইকতেবাসুল আনওয়ার নামক গ্রন্থে
রয়েছে, যা একটি গ্রহণযোগ্য কিতাব। আর প্রথম দুটি
কারামত যদিও আমি কোন কিতাবে পাইনি, কিন্তু হযরত
গাউসুস সাকালাইন (উভয় জাহানের সাহায্যকারী) এর
ব্যাপারে লিখিত কিতাব অনেক, হতে পারে কোন কিতাবে
এটি নকল করা হয়েছে’

তার কথা খন্ডন করে শায়েখ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.
বলেন, ‘মৌলভী ইরশাদ হুসাইন সাহেবের কথা বড়ই
আশ্চর্যজনক যে, তিনি এই ঘটনাগুলোর বাহ্যিকরূপকে
শরিয়তের খেলাফ মনে করেন না। বিশেষ করে প্রথম
ঘটনাতে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী কর্তৃক আল্লাহ
তায়ালার আদেশ রদ করে দেওয়া, তার নিকট আল্লাহ

তায়ালার পরাস্ত হওয়া এবং তাকে ভয় পাওয়া তো সুস্পষ্ট। যদি এগুলো শরিয়ত বিরোধী না হয় তাহলে আর কোন জিনিষ শরিয়ত বিরোধী হবে? যদি তিনি কোন ব্যাখ্যা করে এই জবাব দিতেন তাহলে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু কোন ব্যাখ্যা ব্যতীত সুস্পষ্টরূপে এই ঘটনাগুলোকে সহিহ বলা একেবারেই অবাস্তব। বরং এধরনের কথা মূর্খদের গোমরাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানীর কামালাত তো হবে আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব ও গোলামী এবং আল্লাহর দরবারে তার পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও অক্ষমতা প্রকাশ করার দ্বারা। এধরনের ঘটনা তো শায়েখ তাসলীম ও রেযার (আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়া ও তাতে সন্তুষ্ট হওয়া) যে উচ্চস্তরে ছিলেন তার বিরোধী, তাসলীম ও রেযার বিষয়ে শায়েখের কিতাব ফুতুহুল গাইবে তার বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে রয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে আল্লাহর তায়ালার আদেশের বিরোধীতা করা এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে ঝগড়া করার কল্পনাই করা যায় না। এ ঘটনা কোন ধর্মদ্রোহী মুলহিদের বানানো, এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। এই ঘটনাগুলো বাহ্যিকভাবে কুফর ও শরিয়তবিরোধী, বিশেষকরে প্রথম ঘটনাটা। মুসলমানদের এধরনের বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকতে হবে।(ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, পৃ: ১৯০)

চিন্তা করুন, যদি উল্লিখিত ঘটনাগুলো ভিত্তিহীন ও শিরকী

হয়, ধর্মদ্রোহী মুলাহিদদের বানানো হয়, তাহলে ভেদে
মা'রেফাতের ১৫ নং পৃষ্ঠায় লিখিত শামসে তাবরীযীর ঘটনা,
যাতে শামসে তাবরীযী নিজের হুকুমে মৃতকে জিন্দা করছে,
আল্লাহর আন্দায় নেই বলছে, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে
জোরপূর্বক রুহ ছিনিয়ে নিয়ে আসছে, এবিষয়গুলো কি
শিরক হবে না? অথচ এখনও ফয়জুল করীম সাহেব
সুস্পষ্টরূপে বলছেন যে, ভেদে মারেফাতে কোন ভুল থাকলে
তারা সংশোধন করবেন, বরং প্রয়োজনে ভেদে মারেফত
জালিয়ে পুরে ফেলবেন, কিন্তু তাদের নজরে ভেদে
মারেফাতে কোন ভুল তারা দেখছেন না', নাউযুবিল্লাহ, (এই
ভিডিওটির ৫৬-৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত দেখুন,

<https://www.youtube.com/watch?v=rNul1Ja2o88>

) অথচ তারা আবার নিজেদের গাঙ্গুহী রহিমাল্লাহর
সিললিলা বলেও দাবী করেন। আর এ ধরনের গাজাখুরী
গল্পের বাস্তবতা বোঝার জন্য তো ফতোয়ারও প্রয়োজন হয়
না, সামান্য পরিমাণ আকল থাকাই যথেষ্ট।

আর যে আলেমরা এ ধরনের কুফরী-শিরকী বিশ্বাস থাকা
সত্ত্বেও চরমোনাইকে হক দল এবং চরমোনাইর পীরকে
হক্কানী পীর বলছেন, তাদের পক্ষাবলম্বন করছেন তারা কি
শিরকের প্রসারে সাহায্য করছেন না? আলেমদের দ্বায়িত্বের
ব্যাপারে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف " :
الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين". رواه البزار (م)
في مسنده (3884) والإمام الطحاوي (م: 321) في شرح (292)
وقال الإمام ابن الوزير اليميني (م:) (مشكل الآثار، (3884)
مؤسسات الرسالة) (840) في العواصم والقواصم : (1/308 ط
: (هو حديث مشهور صححه ابن عبد البر. وروي عن أحمد
أنه قال: هو حديث صحيح

এই ইলমের ধারকবাহক হবে ন্যায়পরায়ণ উত্তরসূরীগণ,
যারা এ থেকে সীমালঙ্ঘন কারীদের তাহরীফ বা অর্থবিকৃতি,
মূর্খদের অপব্যথা এবং মিথ্যাবাদীদের মিথ্যাকে অপসারণ
করবেন। - মুসনাদুল বাযযার: ৯৪২৩ শরহ মুশকিলুর
আসার: ৩৮৮৪ ইমাম আহমদ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন,
দেখুন, আলআওয়াসেম ওয়ালকাওয়াসেম, ইবনুল ওযীর
আলইয়ামানী, ১/৪০

কারো মনে হতে পারে যে আমরা চরমোনাইর সাথে সংশ্লিষ্ট
লাখো মানুষকে কাফের-মুশরিক বানিয়ে দিচ্ছি, না, বিষয়টি
আদৌও নয়। চরমোনাইর সাধারণ মুরিদ যারা এ ঘটনাগুলো
জানেন না বা জানলেও বিশ্বাস করেন না আমরা তাদেরকে
কখনোই কাফের মনে করি না। আর যারা এ ঘটনাগুলো
বিশ্বাস করে, তাদেরকে আমরা কাফের বানাচ্ছি না, বরং

উল্লিখিত ফতোয়াটি তালীফাতে রশিদিয়া ও ফতোয়ায়ে
রশিদিয়া উভয় কিতাবেই রয়েছে, আমি ফতোয়ায়ে রশিদিয়া
(১৮৪-১৯১ পৃষ্ঠা, প্রকাশনা: দারুল ইশাআত, করাচী) থেকে
ফতোয়াটির ওয়ার্ড কপি তুলে দিচ্ছি, পিডিএফের স্ক্রীণশট
দেখতে চাইলে নিচের লিংক থেকে ডাউনলোড না করেই
দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আর ভেদে মারেফাতের ঘটনাটা তো সবার জানাই আছে, তবুও স্কীণশর্ট দেখতে চাইলে এই লিংক থেকে দেখতে পারেন.

مشرکانہ حکایات پر اعتقاد

ان کرامتوں مفصلہ ذیل میں کیا حکم ہے۔ :سوال
حضرت غوث اعظم قدس سرہ کے ایک مرید نے انتقال کیا
اس کا بیٹا روتا ہوا آپ کے پاس آیا آپ نے اس کے حال پر

رحم فرما کر آسمان چہارم پر جا کر ملک الموت سے روح مرید کو مانگا ملک الموت نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے روح آپ کے مرید کی قبض کی ہے آپ نے فرمایا میرے حکم سے چھوڑ دے جب ملک الموت نہ دی تو آپ نے زبردستی زنبیل تمام روحوں کو جو اس دن قبض کی تھیں چھین لیں۔ تمام روحنیں پرواز کر کے اپنے اپنے جسد میں داخل ہوئیں ملک الموت نے خدائے تعالیٰ کے پاس فریاد کی کہ ایک شخص مجنون نے زنبیل روحوں کی چھین لی۔ فرمایا وہ ادھر کو تو نہیں آتا عرض کیا نہیں آتا کہا اچھا ہوا جو واپس گیا ورنہ وہ اگر ادھر کو آتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مرے ہیں سب کے زندہ کرنے کو کہتا تو مجھے سب زندہ کرنے پڑتے۔ رسیدہ بود بلانے ولے بخیر گزشت۔

ایک عورت حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا حضرت مجھے بیٹا دو آپ نے فرمایا تیری تقدیر میں لوح محفوظ میں نہیں ہے اس نے عرض کی اگر لوح محفوظ میں ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا خدا تو اس عورت کو بیٹا دے حکم ہوا اس کی قسمت میں لوح محفوظ میں بیٹا نہیں ہے کہا ایک نہیں تو دو دے۔ جواب آیا ایک نہیں تو دو کہاں سے دوں۔ کہا تو تین دے۔ کہا جب ایک بھی نہیں تو تین کہاں سے اس کی تقدیر میں بالکل نہیں۔ جب وہ عورت ناامید ہوئی۔ غوث اعظم نے غصہ میں آکر اپنے دروازہ کی خاک تعویذ بنا کر دے دی۔ اور کہا تیرے سات بیٹے ہوں گے وہ عورت خوش ہو کر چلی گئی اور اس کے سات بیٹے ہوئے۔

بعد وفات حضرت عبدالقادر جیلانی ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ کہا منکر نکیر کے جواب سے آپ نے کیونکر رہائی پائی۔ جناب شیخ نے فرمایا یوں پوچھو کہ منکر نکیر نے میرے سوالوں کے جواب میں کیونکر رہائی پائی جس وقت میرے پاس قبر میں آئے میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے اور کہا یہ بتلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کریں گے تو تم نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا شاید تم نے اللہ تعالیٰ کو مشورت طلب ٹھہرایا۔

ان الحكم الا الله یہ کرامات مندرجہ سوال بت :جواب
پرستوں کے عقیدہ والوں کے ہیں۔ قد جاء فی الحدیث من رای منکم منکرا فلیغیره بیده ومن لم یستطع فیلسانه ومن لم یستطع فبقلبه ولیس وراء ذلک حبة خردل من الایمان۔ جو لوگ ان کرامات شرکیہ مذکورہ کو حق جانتے ہیں اور اس عقیدہ شرکیہ کفریہ پر ہیں سراسر مخالف قرآن اور حدیث کے ہیں اور مثل بت پرستوں کے عبدالقادر پرست ہیں بندہ کو خدا اعتقاد کرتے ہیں العیاذ باللہ بلکہ اس واحد و قہار و قیوم و جبار کو بندہ کے آگے مجبور جانتے ہیں ایسے عقیدے والے قطعی کافر اور مشرک ہیناگر وہ کوئی ابتدائے تمیز سے اس عقیدہ پر ہے تو پرانا کافر ہے جب تک اس کفریہ عقیدہ سے توبہ نہ کرے اور تجدید اسلام کلمہ شہادت سے نہ کرے مسلمان نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة وماونہ النار وما للظالمین من انصار۔ اگر کسی مسلمان کے گناہوں سے ساری زمین لبریز ہو اور شرک نہ ہو تو حق جل جلالہ اس کے بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے اپنی رحمت سے مگر مشرک کافر ہرگز نہ بخشا جائیگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد صل ضلالا بعیدا۔ اور جو لوگ اول

عقیدہ توحید کا رکھتے تھے اور بعد میں اس شرکیہ عقیدہ پر ہو گئے ہیں تو ان کے پہلے نیک عمل سب برباد ہو گئے اگر اس کفر پر مر جائیں تو دو زخی ہیں بموجب فرمان الہی کے ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والاخرۃ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خلدون۔ (۱)۔ نعوذ باللہ من شر الکاذبین المبتدعین الباطلین الطاغین الفاسقین واللہ اعلم بالصواب فاعتبر وایا اولی اللباب حرہ الفقیر محمد حسین الدہلوی عفا اللہ عنہ۔

الجواب حق محمد اشرف علی عفی عنہ سلہٹی

-

الجواب صحیح۔ عبدالمجید عرف محمد قابل عفی عنہ مدرس -مدرسہ اسلامیہ

یہ باتیں عوام کالا انعام بل ہم اضل کی ہیں ان سے احتراز - مسلمانوں پر واجب ہے فقط قادر علی عفی عنہ

صح الجواب بعون اللہ الملک الوہاب شہر اسلام آباد عرف چاٹگام۔

الجواب صحیح - سید عبدالسلام غفرلہ۔

الجواب صحیح۔ سید محمد ابوالحسن۔

الجواب صحیح۔ سید معتصم باللہ حنفی

محمد عبدالحکیم عفی عنہ کرامات مذکورہ ہے اصل ہیں ان کے اعتقاد سے احتراز چاہیے محمد حسن عفی عنہ

یہ حکایات لا اصل ہیں اعتقاد کے لئے یقینی باتیں درکار ہیں معتقدان باتوں کا یا نادان ہے یا کجرو مسلمانوں کو بہر حال ایسی باتوں سے اعتقاد ہٹانا چاہیے اور سچے اور پکے مسلمانوں کے عقائد دل میں جمانے چاہییں فقط محمد ناظر

- حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ اسلامی میرٹھ شہر
 کرامت مذکورہ کا معتقد مخالف قرآن و حدیث کا ہے ایسے
 اعتقاد سے پرہیز کرنا لازم ہے فقط مسعود نقشبندی۔
 الجواب صحیح محمد عبید اللہ
 الجواب صحیح عبدالحق
 ایسے عقائد مشرکین و مبتدعین کے ہیں جواب مجیب کا اور
 مواہیر و دستخط صحیح ہیں حسبن اللہ بس حفیظ اللہ
 الجواب صحیح والرائے نجیح الغرض جناب شیخ عبدالقادر
 جیلانی قدس سرہ ولی کامل فی زعمنا ہیں صاحب کرامات
 ہیں مگر عوام کالانعام جہلا لوگوں نے ہزارہا حکایات اکاذیب
 گھڑ رکھی ہیں منجملہ ان کے جو سوال میں درج ہیں اور
 انہیں کے لگ بھگ یہ کرامت بھی افترا کی ہوئی ہے کہ
 بارہ برس کے بعد کشتی مع برات ڈوبی ہوئی نکالی۔ سو
 اس کی بھی کچھ اصل نہیں ہے غرضیکہ ایسے عقیدے
 شرکیہ بدعیہ سے توبہ کرنی چاہیے ورنہ ایمان سے ہاتھ
 دھو بیٹھے۔ حررہ العاجز ابو محمد عبدالوہاب الفنجابی
 -الملتانى

الجواب صحیح سید محمد اسماعیل فرید آبادی بقلم خود۔
 جواب بہت صحیح ہے مولوی دبیر الرحمن صاحب بنگال
 امیر احمد عفی عنہا أبو -عبدالجبار حیدر آبادی، بمہرو قلم
 -محمد عبدالوہاب، پیر محمد انصاری عفی عنہ، ولی محمد
 جواب بہت صحیح، سید عطاء الرحمن عفی عنہ سید محمد
 عبدالحمید، سید غلام حسین جواب صحیح ہے روح چھیننا
 غلط ہے اعتقاد اس پر باطل ہے قادر بخش عفی عنہ-جواب
 صحیح ہے، تَلَطَّف حسین
 مخفی نہ رہے کہ مفتی جزاء اللہ خیر الجزاء نے جو جواب
 دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پوجنے والوں اور اس
 کے رسول برحق کے ماننے والوں کو کافی ووا فی ہے البتہ
 ضال مضل مشرک و مبتدع کہ جس کے دل اور آنکھ اور

کان پر شقاوت و بدعتی کی مہر ہے اس کا کوئی علاج نہیں
 ہے فی الواقع جو شخص ایسی کرامتوں لاصل لہ کا پیر یا
 کسی دوسرے ولی و فقیر سے کہ جو مقدرات باری تعالیٰ و
 تصرفات قادر مطلق سے ہیں قائل و معتقد ہے اس کے
 مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں خدا ہے چون و چرا کے
 حکم و قدرت کے مقابلہ میں کسی نبی و ولی کی کچھ پیش
 نہیں چلتی وہ حاکم سارا جہان محکوم وہ خالق اور سب
 مخلوق پھر کون اس شہنشاہ دو جہان کے حکم کو رد کر
 سکتا ہے اپنے کلام معجز میں بیان فرماتا ہے۔ قل من بیدہ
 ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون،
 سیقولون للہ قل فانی تسحرون۔ یعنی فرمایا اللہ صاحب نے کہہ
 کون ہے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے قابو ہر چیز کا
 اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی نہیں حمایت
 کرتا اگر جانتے ہو۔ وہیں کہہ دیں گے کہ اللہ ہی ہے پھر
 کہاں سے خط میں پڑ جاتے ہو اور شیخ عبدالحق محدث
 دہلوی شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔ لیس الفاعل والقادر
 والمتصرف الا هو یعنی اللہ تعالیٰ و اولیاء ہم القانون الہالکون
 فی فعلہ تعالیٰ و قدمتمہ۔ وسطوتہ لا فعل لہم ولا قدرۃ ولا
 تصرف لا الان ولا حین کانوا حیا فی الدار الدنیاء یعنی قادر
 اور فاعل اور متصرف کوئی نہیں مگر اللہ اور اولیاء اللہ
 فانی اور گم ہیں اللہ کے فعل میں اور اس کی قدرت اور
 غلبہ میں نہ ان کا کوئی فعل ہے نہ قدرت نہ تصرف نہ اب
 یعنی عالم برزخ ہیں اور نہ جب کہ زندہ تھے دنیا میں پس
 اس آیت اور عبارت شیخ موصوف سے معلوم ہوا کہ اللہ
 تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں
 دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا پس ایسی
 کرامت پیران پیر کی طرف منسوب کرنا محض تہمت و
 افترا ہے واللہ اعلم بالصواب فقط حررہ حمایت اللہ عفا اللہ
 عنہ جلیسری۔

ایسی حکایات و کرامات جن میں خدا کے ساتھ مقابلہ یا اس
 کے کاموں میں کسی قسم کا دخل ہے جا بخلاف مرضی حق

تعالیٰ کے ہو محض افترا و بہتان ان بزرگوں پر ہے انبیاء
صدیقین و شہدا و صلحاء اور ملائکہ سب اس کے حکم کے
آگے دم بخود ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ
بالقول وہم بامرہ یعملون یعلم ما بین ایدہم وما خلفہم ولا
یشفعون الا لمن ارتضیٰ وہم من خشیتہ مشفقون ومن یقل منہم
انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی

الظالمین۔ یعنی وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے اس سے
بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اس کے حکم پر کام کرتے
ہیں اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے اور
سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے وہ راضی ہو اور
وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی ان میں کہے
کہ میں خدا ہوں سوائے اس کے سوا س کو ہم بدلہ دیں
دوزخ یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو ۔

بزرگان بزرگی تہادہ زسر
فقط حررہ العاجز ابو عبدالرحمن محمد عفی عنہ۔

الجواب صحیح محمد عبدالحکیم عفی عنہ
جواب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسبحان الذی بیدہ
ملکوت کل شیء والیہ ترجعون فقط حررہ عطاء اللہ عفی عنہ
یہ جواب صحیح ہے ۔ (ابو محمد سلیم الدین)

ہذا جواب صحیح الجواب صحیح ، ابو عبداللہ محمد نعمت
اللہ۔

جواب صحیح ہے دستخط محمد فقیر اللہ الفنجابی شاہپوری خادم
شریعت متین محمد سلیم الدین عفی عنہ

الجواب واللہ سبحانہ الموافق للصواب یہ کرامتیں جو سوال
میں مرقوم ہیں اس کا رد و انکار نہیں ہو سکتا اس واسطے
کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع اور خلاف عقیدہ اہل اسلام
نہیں ہے اور ایک کرامت اخیرہ اقتباس الانوار میں جو معتبر
کتاب ہے احوال حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میں منقول ہے اور دو کرامتیں جو پہلی ہیں وہ میری نظر
سے کسی کتاب میں نہیں گذریں لیکن کتابیں احوال حضرت

ممدوح میں بہت کثیر ہیں اور میں نے ان کو بالا ستیعاب
 نہیندیکھاپس ممکن ہے کہ کسی صاحب نے نقل کی
 ہوں بہرحال انکار کرنے کی کوئی وجہ وجہیہ نہیں معلوم
 ہوتی اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے ایسی
 کرامتیں بیشتر صادر ہوئی ہیں یہ کرامتیں ان کے کمال اور
 شرف کے سامنے کچھ مقدار نہیں رکھتیں ان کا کمال اس
 سے بہت زیادہ ہے اور یہ امر اہل معرفت پر مخفی نہیں
 ہے اقتباس الانوار میں ہے واز آنحضرت پر جنس کرامات
 نقل کردہ اند تصرف در ظواہر خلق و بواطن ایشان و
 اجرائے حکم برانس و جن و اطلاع ضمائر و اظہار سرائرو
 تکلم بخواطر و اطلاع بربطائن ملک و ملکوت و کشف حقائق
 جبروت و اسرار لاہوت و اطاء مواہب علیہ و امداد عطا یا
 ولاریبیم و تقلب و تصرف حوادث و دائر و تصرف اکواں
 اثبات الہی و اتصاف بصفۃ احیاء و اماتت و ابراء اکمہ و
 ابرص و تصحیح مرضی و طی زمان و مکان و نفاذ امور
 زمین و آسمان و نیز بر آب و طیران در ہوا و تصرف ارادت
 مردم انتہی۔ فقط واللہ سبحانہ، اعلم و علمہ اتم مہر مولوی
 ارشاد حسین صاحب رامپوری۔

احمدے محمد ارشاد حسین) مولوی ارشاد حسین صاحب سے (
 تعجب ہے کہ ظاہر ان حکایات کو خصوصاً پہلی حکایت کو
 خلاف شرع نہیں جانتے حق تعالیٰ سے غالب ہونا اور امر
 حق عالی کو رد کر دینا اور خدا تعالیٰ کا شیخ قدس سرہ
 سے ڈرنا۔ تو صاف اس سے واضح ہے اور پھر بھی خلاف
 قاعدہ شرع کے یہ نہیں تو معلوم نہیں وہ کونسا امر ہے کہ
 خلاف ہوتا ہے اگر کوئی تاویل مولوی صاحب فرما کر یہ
 جواب لکھتے تو مضائقہ نہ تھا مگر صاف طور پر ان کو
 تسلیم کرنا تھا یہ مستبعد ہے علماء سے کہ عوام کی غواہیت
 کو ایسا لکھنا کافی ہے بہرحال یہ حکایات بظاہر خود کفر
 اور خلاف قاعدہ شرع کے ہیں۔ خصوصاً پہلی حکایت کہ

مسلمانوں کو ایسا عقیدہ نہ کرنا چاہیے اور کمالات شیخ کی عبودیت و بندگی اور عجز تام بدرگاہ حق تعالیٰ کے ہوتا ہے نہ ایسی حکایات واپس آپ کی شان رفیع تسلیم و رضا و فنا پیش حق تعالیٰ و اوا امر حق تعالیٰ کے ہیں۔ چنانچہ ان کے کلمات فتوح الغیب سے واضح لائح ہے نہ کہ مقابلہ امر حق تعالیٰ کا اور مخاصمہ ذات پروردگار کے ساتھ معاذ اللہ الحاصل ان حکایات کی کوئی اصل نہیں یہ وضع کسی ملحد کی ہیں اور شان بزرگان سے بعید ہے کہ ایسی حکایات لکھیں یا اس پر عقیدہ کریں۔ اور جو عبارت مولوی صاحب نے نقل کی ہے اس سے کرامات کا واقع ہونا ثابت ہے نہ مقابلہ و برابری و مکابره حق تعالیٰ کے ساتھ لاحول و لا قوۃ باللہ مسلمان ایسے عقائد سے احتراز رکھے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی۔

فی الحقیقت حکایات مندرجہ سوال جس کو سائل کرامات حضرت شیخ قدس سرہ، اعتقاد کرتا ہے حکایات کاذبہ مردودۃ الشرع ہیں نہ کرامات مقبولہ حاشاؤ کلاشان حصرت غوث اعظم قدس سرہ کے برگز برگز مقتضی اس کے نہیں ہے کہ ایسے امور مخالف شرع بطور کرامت ان سے صادر ہوویں کہ منافی ولایت ولی ہے اس لئے کہ ولی اس مومن کو کہتے ہیں کہ عارف بذات اللہ والصفات ہو کر حسب امکان عبادت پر مواظبت کرے اور گناہوں اور شہوات و لذات سے کنارہ کش ہو۔ پس اپنے کو عاجز و مغلوب اور ذات احدیت کو قادر و غالب اعتقاد کرنا اور مخالف اس کے عملاً بھی کاربند نہ ہونا لازم الولی ہے بناءً علیہ جو کہ حکایات اولیٰ اور ثانیہ سے عجز و مغلوبیت خالق الارض والسموات اور غلبہ حضرت شیخ قدس سرہ کاونیز بزوررد کرنیکا حکم حضرت رب العالمین کا صریح لازم ہے اور یہ منافی ولایت پس کرامات حضرت غوث الثلقین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہونا ان حکایات کا بالبداہت باطل ہے جو شخص

ایسا اعتقاد کرے وہ ملحد ہے نعوذ باللہ من ذلک نہایت تعجب
ان علماء سے ہے کہ جو ان حکایات کاذبہ کو کرامات
حضرت شیخ قدس سرہ سے قرار دے کر عوام کالانعام کو
گمراہ کریں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیات اعمالنا
فقطحرره محمد قاسم علی عفی عنہ مراد آبادی محمد قاسم
علی خلف مولانا محمد عالم علی